শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রিসালা নং: ৬৭

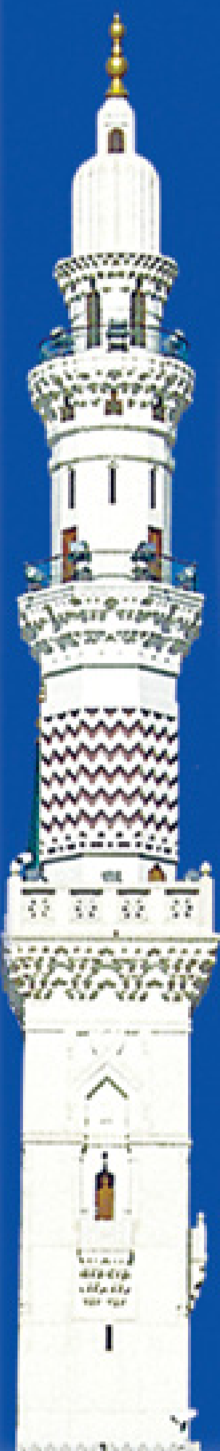
(BANGLA)

আমি সংশোধন হতে চাই

MAI SUDHARNA CHAHTA HO

সংশোধিত





জান্নাত চান, না জাহান্নাম?
ছোটবেলার গুনাহকে মনে রাখার এক অভিনব ধরণ
কিয়ামতের পূর্বে হিসাব-নিকাশ
কখনও উপরের দিকে দেখব না
হাতকড়া ও শিকল
ক্ষমাপ্রাপ্তির আকাংখা কখন বোকামী?
সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

مکتبۃ المدینہ
MAKTABA TUL MADINAH

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দু ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

আমি সংশোধন হতে চাই[১]

শয়তান লাখো অলসতা দিক, এই রিসালাটি আপনি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মনের মধ্যে আপনি মাদানী ইনকিলাব অনুভব করবেন।

নিফাক ও জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; **ছরকারে দোআলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর একশত রহমত নাযিল করেন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দু’চোখের মাঝখানে লিখে দেন, ‘এই বান্দাটি নিফাক ও জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত’, আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখা হবে।”

(আল কওলুল বদী, ২৩৩ পৃষ্ঠা, মুআসসাসাতুর রাইয়ান বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] এই বয়ান তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা (বাবুল মদীনা, করাচীতে) কর্তৃক আয়োজিত ২৭ শে রমজানুল মোবারক, ১৪২৩ হিজরীতে অনুষ্ঠিত সুন্নাতেভরা ইজতিমায় বয়ানটি আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه করেছিলেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহকারে সেই বয়ানের লিখিতরূপ আপনাদের সামনে পেশ করা হল। — (মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

হে সব দোয়াউঁ ছে বড়কর দোয়া দরূদ ও সালাম
কেহ্ দফা‘ করতাহে হার এক ভলা দরূদ ও সালাম।

জান্নাত চান, না জাহান্নাম?

ইমাম আবু নুয়াইম আহমদ বিন আবদুল্লাহ ইস্পাহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত: ৪৩০ হিজরী) **‘হিলইয়াতুল আউলিয়ায়’** বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম তাইমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এক বার মনে কল্পনা করলাম, আমি জাহান্নামে রয়েছি, আর আগুনের শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। যাক্কূম ফল (অর্থাৎ দোযখীদের গলধকরণ করতে দেওয়া জাহান্নামের অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও বর্ণনাতীত কাঁটাদার তিক্ত ফল) খাচ্ছি। আর জাহান্নামীদের পুঁজগুলো পান করছি। এই কল্পনার পর আমি আমার আত্মার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম: বল, তোমার কি চাই? (জাহান্নামের শাস্তি, না এর থেকে মুক্তি?) আত্মা আমাকে বলল: (মুক্তি চাই, এজন্য) “আমি পৃথিবীতে আবার ফিরে যেতে চাই, আর এমন আমল করতে চাই যাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।” এবার আমি মনে মনে এমন কল্পনা আনলাম যে, আমি এখন জান্নাতে। বিভিন্ন ফল খাচ্ছি। এখানকার নহরগুলো (স্রোতস্বিনী) থেকে পানীয় পান করছি। হুরদের সাথে সাক্ষাৎ করছি। এই কল্পনার পর আমি আমার নফসকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার কি চাই? (জান্নাত না জাহান্নাম?) নফস বলল: (জান্নাত চাই, তাই) আমি চাই যে, পৃথিবীতে গিয়ে নেক আমল করে আসি। যাতে জান্নাতের ভাল ভাল নেয়ামতসমূহ ভোগ করতে পারে। এবার আমি আমার নফসকে বললাম: বর্তমানে তোমার সুযোগ রয়েছে। (অর্থাৎ, হে নফস, এখন তোমাকে নিজেই নির্ধারণ করতে হবে যে, তুমি কি নিজেকে সংশোধন করে জান্নাতে যাবে? না কি বিপথগামী হয়ে জাহান্নামে! এখন তুমি সে অনুযায়ীই আমল কর)

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৫৩৬১, দারুল কাতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কুছ নেকিয়াঁ কামা লে জল্‌দ আখিরাত বানা লে
কূয়ী নেহি ভরোসা আয় ভাই, জিন্দেগী কা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের প্রস্তুতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু বুঝার চেষ্টা করুন। আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ الله কীভাবে নিজেদের নফসকে সংশোধনের জন্য তার ব্যাপারে হিসাব করে তাকে আয়ত্বে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। তাছাড়া নাজুক পরিস্থিতিতে তাকে ভৎসনা করতেন। বরং কখনও কখনও তার জন্য শাস্তিও নির্ধারণ করতেন। সব সময় **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে ভীত থেকে নিজেকে আমূলভাবে সংশোধন করতে গিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য সচেষ্ট থাকতেন। নিশ্চয় এমন লোকদের প্রচেষ্টা সফল হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মজীদ, পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নম্বর ১৯ -এ **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿۱۹﴾

আমার আক্বায়ে নেয়মত, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মর্তবত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পীরে ত্বরীকত, আলিমে শরীয়াত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, বায়িছে খাইর ও বরকত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের বিশ্ববিখ্যাত **তারজুমায়ে কুরআন কানযুল ঈমানে** আয়াতটির অনুবাদ এভাবে লিখেছেন: **"আর যে ব্যক্তি আখিরাত চায়, আর তার প্রচেষ্টা চালায় আর যদি সে ঈমানদার হয়, তা হলে তার প্রচেষ্টা সফল হবে।"**

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

এখন আমাদের অবস্থা এই যে, নিজেদের পার্থিব 'ভবিষ্যৎ' গড়ার জন্য অনেক ধরনের চিন্তা-ভাবনা করে থাকি। সে কারণে বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র সংগ্রহ করার জন্য খুব প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়ে থাকি, ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য এবং আগামী দিনগুলোতে পার্থিব সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য জানি না কত ব্যবস্থা নিয়ে থাকি যে, কিভাবে আমাদের দুনিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। পৃথিবীতে আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আমরা আমাদের আখিরাতের ভবিষ্যৎকে গড়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা থেকে খুবই উদাসীন। আর আমরা আখিরাতের প্রস্তুতির বিষয়ে নিতান্তই অলস। অথচ কেবল এই পার্থিব ভবিষ্যতকে গড়েতোলার জন্য অপেক্ষাকারী জানি না কত মুর্খ মানুষদের মহা আফসোসের মৃত্যুর ঝটকাতে পতিত হয়। আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পেয়ে খুশি হওয়ার স্থলে অন্ধকার কবরে গিয়ে আফসোসের সাগরে পতিত হয়। কেবল পার্থিব জীবনকে সজ্জিত করার চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থেকে তার জন্য সচেষ্ট থাকা, নিজের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও আমল করা থেকে বিরত থাকা, বিগত আমলের উপর নিজে নিজে হিসাব চালানোর মাধ্যমে আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এবং নেক আমল করার দৃঢ় সংকল্প না করা সরাসরি ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য। সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে আখিরাতের হিসাবকে সামনে রেখে নিজেকে সংশোধনের জন্য কঠিনভাবে নিজের নফসের হিসাব চালায়। গুনাহের জন্য আফসোস করে এবং অশুভ পরিণতির ভয় অনুভব করে। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের আমল যেমন ছিল। যথা:

অভিনব হিসাব

হুজ্জাতুল ইসলাম সায়্যিদুনা হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সায়্যিদুনা হযরত ইবনুস সিম্মাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার নিজের উপর হিসাব করতে গিয়ে বয়স গণনা করলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বৎসর। এই ষাট বৎসরকে বার দিয়ে গুণ করলে সাত শত বিশ মাস হয়। সাত শত বিশকে আবার ত্রিশ দিয়ে গুন দিলেন। গুণফল হয় একুশ হাজার, ছয় শত। এ ছিল তাঁর বয়সের সর্বমোট দিনের সংখ্যা। এবার তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন: যদি আমার জীবনে দৈনিক একটি গুনাহও সংঘটিত হয়ে থাকে, তা হলে এখন পর্যন্ত আমার একুশ হাজার ছয়শত গুনাহ হয়ে গেছে। অথচ এই দীর্ঘ সময়টিতে এমন দিনও থাকতে পারে, যে দিনে আমার এক হাজার গুনাহ্ও হয়েছে। বলতে বলতে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অতঃপর, একটি বিরাট চিৎকার তাঁর মুখ থেকে বের হতে হতে বাতাসে মিলে যেতে লাগল। আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাটিতে তাশরীফ নিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর দেহ মোবারক হতে প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

(কীমিয়ায় সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯১ পৃষ্ঠা, তেহরান)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

না আখিরাতের ভয়, না লজ্জাবোধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালভাবে অনুধাবন করুন যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى গণের **‘ফিক্রে মদীনা’**র[১] নমুনা কতই যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল।

---

[১] **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিভাষায় আত্মসমালোচনামূলক হিসাব করাকে **‘ফিক্রে মদীনা’** বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তাঁরা নিজেকে সংশোধনের জন্য কীভাবে আত্মসমালোচনামূলক হিসাব করতেন আর সর্বদা নেক আমলে রত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে গুনাহ্গার মনে করতেন এবং সার্বক্ষণিক **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে ভীত থাকতেন। এমনকি ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে কারো কারো মৃত্যুও হয়ে যেত। কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা এমন যে, রাত দিন গুনাহের সমুদ্রে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আমাদের না আছে লজ্জাবোধ, না আছে আখিরাতের ভয়। আমাদের পূর্ববর্তীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی রাত্রি জাগরণ করতেন। বেশি বেশি রোজা রাখতেন। অধিক হারে ভাল আমল করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে অতি নগণ্য ও ছোট মনে করতঃ **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকতেন।

রাতেঁ যারি কর কর রোন্দেঁ, নিন্দ আঁখেঁ দি ধোঁন্দে
ফজরেঁ অও গানাহার কাহান্দে, সব থেঁ নেওয়েঁ হওন্দে

(অর্থাৎ, তাঁরা এমন নেককার বান্দা যে, রাতগুলো তাঁদের কান্নাকাটিতে অতিবাহিত হয়। যে কারণে তাঁদের ঘুম হয় না। তা সত্ত্বেও যখন সকাল হয়, লোকদের সামনে নিজেকে সব চাইতে বড় গুনাহ্গার ও হীন মনে করেন।) তাঁদের শান এমন যে, কোন মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করাকে তাঁরা নিজের জন্য গুনাহের কাজ বলে মনে করেন। নফল ইবাদত কম করাকেও তাঁরা অপরাধ মনে করেন। শৈশবের ভুলগুলোকেও তাঁরা গুনাহ হিসাবে গণ্য করেন। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত কোন গুনাহ্ গণ্য করা হয় না। যথাঃ

শৈশবের ভুল মনে পড়ে গেছে!

এক বার হযরত সায়্যিদুনা উতবা গোলাম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه কোন এক ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তখন কাঁপতে শুরু করলেন। ঘাম বের হতে থাকে। লোকেরা কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন: এটি সেই স্থান যেখানে আমি ছোট বেলায় গুনাহ্ করেছিলাম।

(তাম্বীহুল মুগতারিন, ৫৭ পৃষ্ঠা, দারুল বাশায়ের বৈরুত)

তাঁদের উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ছোটবেলার গুনাহকে মনে রাখার এক অভিনব ধরণ

বর্ণিত আছে যে; ছোট বেলায় হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কোন গুনাহ্ হয়ে যায়। যখনই তিনি কোন নতুন পোশাক সেলাই করতেন, সেই পোশাকের আস্তিনে তিনি সেই গুনাহ্টি লিখে রাখতেন। আর বেশির ভাগ সময় সেটি দেখে দেখে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বেহুশ হয়ে যেতেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অসম্পূর্ণ নেকী নিয়ে অহংকার করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো। আমাদের পূর্ববর্তী বুর্জুগগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی নিজেদের শৈশব কালের গুনাহ্গুলোও মনে রেখে দিতেন। আর তাঁরা সেই গুনাহের উপর **আল্লাহর** কাছে কী রকম ভয় অনুভব করতেন। আর এদিকে আমাদের মত হতভাগাদের অবস্থা এমন যে, বালেগ হওয়ার পরে জেনে বুঝে করা গুনাহ্গুলোও ভুলে যাই। আর অসম্পূর্ণ নেকীগুলো মনে রেখে দিয়ে কত যে অহংকার করি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

নেকী করে ভুলে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নেক আমলের সৌভাগ্য অর্জনের পর সেটিকে ভুলে যায়। আর যখন কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে যায়, সেটি মনে রেখে দেয়। আর নিজেকে সংশোধনের জন্য সেটির উপর আত্মসমালোচনা মূলক হিসাব করতে থাকে। বরং নেক আমল কম করার জন্যও নিজেকে নিজে ভৎসনা করতে থাকে। সব সময় নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলার** কহর ও গজব সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শণ করতে থাকে। আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনের আমল এরকম ছিল। যথা:

আজ কী কী করা হল?

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রতিদিন নিজের আত্মসমালোচনামূলক হিসাব করতেন এবং যখন রাত আসত তখন নিজের পায়ের উপর চাবুক মেরে বলতেন: বল! আজ তুমি কি কি করেছ। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, দারে ছাদের, বৈরুত) **আল্লাহ তাআলার** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **'আশারায়ে মুবাশ্শারাগণের'** অর্থাৎ **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে দশজন সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন তাঁদেরই একজন এবং সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরে সকলের চাইতে স্বীকৃতভাবে উত্তম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত বিনয়ীভাব প্রদর্শন করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: এক বার আমি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে একটি বাগানের দেওয়ালের পাশে দেখতে পাই। তিনি আপন নফসকে বলছেন: বাহ্! লোকেরা তোমাকে আমীরুল মুমিনীন বলছে। (আবার বিনয় ও নম্রতার প্রদর্শনার্থে বলতে লাগলেন) অথচ তুমি (তো সেই লোক, যে) **আল্লাহ তাআলাকে** ভয় কর না! (মনে রেখ) তুমি যদি **আল্লাহর** ভয় না রেখে থাক, তা হলে তাঁর শাস্তিতে নিপতিত হতে হবে। (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯২ পৃষ্ঠা, তেহরান) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর এমন ভাবে নিজের নফসকে তিরস্কার করা, **আল্লাহ্র** ভয় দেখিয়ে আত্মসমালোচনা করা আমাদের শিক্ষার জন্য ছিল। যথা:

কিয়ামতের পূর্বে হিসাব-নিকাশ

একদা সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগেই নিজের আমলের আত্মসমালোচনামূলক হিসাব চালিয়ে ফেল। সকল হিসাব-নিকাশ করে ফেল। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আত্মসমালোচনামূলক হিসাব কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের বিগত আমলগুলোর আত্মসমালোচনামূলক হিসাব-নিকাশ করাকে মুহাসাবা বা পরিসংখ্যান বলা হয়ে থাকে। হায়! প্রতি রাতে **'ফিকরে মদীনা'**র[১] মাধ্যমে প্রতি দিনের হিসাব-নিকাশ করার সৌভাগ্য যদি আমাদের অর্জিত হয়ে যায়। আর এভাবে যদি আমলের উপকারী ও ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝে এসে যায়। যেভাবে আমরা পার্টনারশিপ ব্যবসার হিসাব-নিকাশের বেলায় সদা সচেষ্ট থাকি। সেভাবে নফসের সাথে হিসাব-নিকাশেরও অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজন। কেননা নফস হল, অতীব চালাক ও কৌশলী। সে আপন নাফরমানিকে সমর্থনের পোষাক দিয়ে পরিবেশন করে থাকে। যাতে করে মন্দ কিছুতেও আমরা উপকার দেখতে পাই। অথচ তাতে সরাসরি ক্ষতিই রয়েছে। কেবল তাই না, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে সংশোধনের জন্য সকল জায়েয বিষয়াদিতেও নফস থেকে হিসাব নেয়া আবশ্যক। এতে যদি আমরা নফসের কোন অপূর্ণতা দেখতে পাই, তা হলে কঠোরতার সাথে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করতে হবে। যেমন আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আমল ছিল।

---

[১] নিজেকে সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি **'মাদানী ইন্‌আমাত'** এর মধ্য হতে একটি ইন্‌আম হচ্ছে **'ফিক্‌রে মদীনা'**। অর্থাৎ প্রত্যহ রাতে আপন আমলের মুহাসাবা বা নিজের পরিসংখ্যান করবেন। আর এ সময় মাদানী ইন্‌আমাত রিসালাটিও পূর্ণ করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

জ্বলন্ত চেরাগে আঙ্গুল

অনেক বড় আলেম, তাবেঈ বুজুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আহনফ বিন কায়স رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাতের সময় চেরাগ হাতে তুলে নিতেন এবং এর জ্বলন্ত শিখায় আঙ্গুল রেখে এভাবে বলতেন: হে নফস! তুমি অমুক কাজটি কেন করেছ? অমুক বস্তুটি কেন খেয়েছ? (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯৩ পৃষ্ঠা, তেহরান) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ নিজের আত্মসমালোচনা করতেন। আমার নফস যদি ভুল করে, তা হলে তাকে সাবধান হওয়া উচিত যে, এই চেরাগটির জ্বলন্ত শিখা তো খুব সামান্য, কিন্তু তবু তো সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয়ানক আগুন সহ্য করা কীভাবে সম্ভব হবে? হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

কখনও উপরের দিকে দেখব না

হযরত সায়্যিদুনা মাজমা' নামের এক বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ একবার উপরের দিকে দৃষ্টি দেন। তাতে ছাদে থাকা একজন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আর এতই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যান যে, তিনি অঙ্গীকারই করে ফেললেন: আগামীতে কখনও আমি উপরের দিকে তাকাব না'। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, দারু ছাদের বৈরুত) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আঁখ উঠতি তো মাইঁ ঝুনঁজুলা কে পলক সী লেতা
দিল বিগড়তা তো মাইঁ ঘাবরা কে সম্ভালা করতা। (যওকে নাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন, আমাদের পূর্ববর্তীদের মাদানী চিন্তাধারা কী রকম ছিল। ভুলে কোন না-মুহরিমের উপর গিয়ে নিজের দৃষ্টি পড়ল। হঠাৎ পড়া দৃষ্টি মাফ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও উপরের দিকে দৃষ্টি না দেবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য চোখগুলোতে চিরস্থায়ী **‘কুফ্লে মদীনা’** লাগিয়ে নিলেন।[১]

আকা কি হায়া ছে ঝুকি রেহ্তি থি নিগাহেঁ
আঁখোঁ পে মেরে ভাই লাগা কুফ্লে মদীনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যদি জান্নাতে যেতে বাধাঁ দেওয়া হয় তবে!

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদ্হাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার গোসল করার জন্য কোন গোসলখানায় গমন করেন। গোসলখানার মালিক তাঁকে বাধা দিয়ে দিরহাম (অর্থাৎ টাকা) চাইল। আর বলে দিল: দিরহাম না দিলে প্রবেশ করতে দেব না। তার এই কথা শুনেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন। গোসলখানার মালিক দুঃখিত হয়ে বলল: আপনার কাছে যদি দিরহাম না থাকে, কোন সমস্যা নেই। আপনি এমনিতেই গোসল করে নিন। তিনি বললেন: আমি এ কারণে কান্না করছি না যে, আপনি আমাকে বাধাঁ দিয়েছেন।

---

[১] **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ব্যবহৃত **‘কুফ্লে মদীনা’**র বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বয়ান **‘কুফ্লে মদীনা’** পাঠ করুন।

বরং আমি তো এ কারণেই কান্না করছি যে, দিরহাম না থাকার কারণে আজ আমাকে এমন এক গোসলখানায় প্রবেশ করতে দেওয়া হল না, যেখানে নেক্কার ও গুনাহ্গার সকলেই গোসল করে। হায়! নেক আমল না থাকার কারণে যদি কাল আমাকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধাঁ দেওয়া হয়ে থাকে, যা কেবল নেককারদেরই জায়গা। তখন আমার কী অবস্থা হবে? তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো সে সব পবিত্র আত্মাস মূহের ঘটনাবলী, যাঁরা হচ্ছেন **আল্লাহ্ তাআলার** পরহেজগার বান্দা। যাঁদের মাথায় **আল্লাহ্ তাআলা** বেলায়াতের তাজ পরিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, ঐসব আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এমনিতেই বুজুর্গী ও মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও (অর্থাৎ বেলায়াতের মত মহান সম্মান লাভ করা সত্ত্বেও) নিজের নফসকে সংশোধনের জন্য কীভাবে যে হিসাব ও আত্মসমালোচনা করতেন। আর নিজেকে হীন ও গুনাহ্গার মনে করতেন। হায়! আমরাও যদি সংশোধনের আগ্রহ রাখতাম। নিজেদের ব্যাপারে হিসাব চালাতে পারতাম। আর জীবনে বেঁচে থাকতে নিজের আমলের ব্যাপারে হিসাব করে ধন্য হতে পারতাম। উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, **আল্লাহ তাআলার** নেক বান্দারা পার্থিব দুঃখ-দুর্দশাকে আখিরাতের স্মরণের মাধ্যম বানাতেন। এই বিষয়ে আরেকটি ঘটনা শুনুন; যেমন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

হাতকড়া ও শিকল

মুফাসসিরে কুরআন, ছাহেবে খাযায়িনুল ইরফান ফি তাফসীরিল কুরআন, খলিফায়ে আ’লা হযরত সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের বিখ্যাত কিতাব **‘সাওয়ানিহে কারবালা’**র ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়কালে দ্বিতীয় বার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে বন্দী করা হয়। লোহার ভারী শিকল দিয়ে তাঁর কোমল শরীর মোবারক বাঁধা হয়। আর তাঁর জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আগমন করেন। আর তাঁর এমন করুণ অবস্থা দেখে কান্নায় ঢলে পড়েন। সাথে সাথে হৃদয়ের আবেগকে ধরে রাখতে না পেরে তিনি বলে উঠেন: হায়! আমি এমন পরিস্থিতিকে দেখতে পারছি না। এমন যদি হত, আপনার পরিবর্তে আমি এমন করে বন্দী হতাম। তাঁর এ কথা শুনে ইমাম জয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বললেন: আপনি মনে করেছেন যে, এই বন্দীদশা অবস্থা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তা মোটেও না। বাস্তবতা এটাই যে, আমি যদি চাই **আল্লাহ তাআলা**র দয়া ও করুণায় এখনই মুক্ত হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই শাস্তিতে ধৈর্যধারণ করাতে প্রতিদান রয়েছে। এই হাতকড়া, বেড়ি ও শিকলের মধ্যে বন্দী হওয়াতে জাহান্নামের ভয়ানক আগুনের, জিঞ্জিরের, আগুনের বেড়ির ও **আল্লাহ্‌**র শাস্তির স্মরণ রয়েছে। এ কথা বলে তিনি বেড়ি থেকে পাগুলো এবং হাতকড়া থেকে দু’টি হাত বের করে দেন।

তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিশ্বাসের সমষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'তাড়াতাড়ি করুন! তাড়াতাড়ি করুন! আপনাদের এ জীবনটা মূলত: কী? এ তো কতগুলো নিশ্বাসই মাত্র। এটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, আমলের কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যাবে। যে আমল দিয়ে আপনারা **আল্লাহ তাআলার** নৈকট্য অর্জন করে থাকেন। **আল্লাহ্ তাআলা** সে সব বান্দাদের উপর দয়া করুন যারা নিজেদের আমলের সমালোচনামূলক হিসাব চালিয়েছেন এবং নিজেদের গুনাহের উপর কিছু চোখের পানি ঝরিয়েছেন।

(ইত্তেহাফুস সাদতিল মুত্তাকীন, ১৪ খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বোকা লোকেরাই বে-আমল হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! আমরা তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত গুনাহে ডুবে আছি। অবশেষে কোন্ গুনাহ এমন আছে, যা আমরা করি না? আমাদের দ্বারা তো কোন নেক আমল হচ্ছেই না। সামান্য যদি হয় ইখলাসের দূরবর্তী কোন সম্পর্ক সে আমলে থাকে না। লোকদেরকে আমাদের নেক আমলের কথা শুনিয়ে রিয়াবৃত্তির ধ্বংসাত্মকতায় নিমজ্জিত রয়েছি। আমাদের আমলনামা নেকিশূণ্য এবং গুনাহ্পূর্ণ হতে রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: " আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কিন্তু আফসোস! এসবের মন্দ পরিণতি ও নিজেকে সংশোধনের কোন অনুভূতি আমাদের নেই। তদুপরি আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করি। এমনকি কেউ যদি আমাদেরকে বোকা ও মুর্খ বলে বসে, তা হলে আমরা তাকে শত্রু মনে করি। কিন্তু এখন আপনারাই বলুন, যদি পলাতক কোন অপরাধীর ফাঁসির আদেশ হয়ে যায়, পুলিশ তাকে খুঁজতে থাকে, এদিকে সে গ্রেফতারি বিষয়ে ভয়হীন থেকে নিজেকে বাঁচাবার কোন পন্থা কিংবা সাবধানতা পরিহার করে মুক্ত ভাবে ঘোরাফেরা করে, তা হলে আপনারা কি তাকে বুদ্ধিমান বলবেন? কখনও না! এমন লোককে মানুষেরা বোকাই বলে থাকবে।

জাহান্নামের দরজায় নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকে এ কথা বলে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগ করল, জাহান্নামের দরজায় তার নাম লিখে দেওয়া হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১০৫৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) আর এও সংবাদ দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি রমজান মাসের একটি রোজাও শরয়ী কোন ওজর কিংবা অসুস্থতা ব্যতিরেকে কাযা করে, তা হলে সারা জীবন রোজা রাখলেও সে রোজার কাযা আদায় করা সম্ভব নয়। যদিও পরে তা রেখে দেয়।[১]
(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭২৩, দারুল ফিকর বৈরুত)

---

[১] অর্থাৎ অনর্থক রমজান মাসে একটি রোজাও যে ব্যক্তি রাখল না, সে যদি এর পরিবর্তে সারা জীবনও রোজা রাখে, তবু সেই মর্যাদা ও সেই সাওয়াব সে পাবে না, যা রমজানে রাখলে পেত। যদিও শরীয়াত মতে এক রোজা দ্বারা এর কাযা হয়ে যাবে। ফরজ আদায় হওয়া এক বিষয় আর মর্যাদা লাভ করা ভিন্ন বিষয়। (মিরআত, ৩য় খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আর এও জানিয়ে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি হজ্বের জন্য সামর্থ রাখে এবং পাথেয় সহ অপরাপর সকল ব্যয় বহন করতে সামর্থ্য হয়, তাকে **আল্লাহ্**র ঘরে পোছিয়ে দাও। এরপরও যে ব্যক্তি হজ্ব করবে না। সে ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে মরুক। (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১২) তোমরা যদি ওয়াদা ভঙ্গ কর, তা হলে মনে রাখবে, যে ব্যক্তি ওয়াদা ভঙ্গ করে, তার উপর **আল্লাহ্ তাআলা**, ফেরেশতা ও লোকজনের অভিশাপ রয়েছে। তার না ফরজ কবুল হবে, না নফল। (সহীহুল বোখারী, ১ম খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) তোমরা যদি খারাপ দৃষ্টি দাও, কোন না মুহরিম মহিলার দিকে দেখ, নাবালেগ পুরুষকে কুপ্রবৃত্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখ, ভিসিআর, টিভি, ইন্টারনেট, সিনেমা হলে সিনেমা, নাটক ইত্যাদি অশ্লীল দৃশ্য লাগাতার দেখতে থাক, তা হলে মনে রাখবে! বর্ণিত আছে: যে নিজের চোখগুলোকে হারাম দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে। কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের চোখে আগুন ঢেলে দিবেন। আর যে ব্যক্তিকে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, অচিরেই তোমাকে মরতে হবে। কেননা, জীবন বলতেই প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সময় যখন শেষ হয়ে যাবে, মৃত্যু না বিলম্বিত হবে, না তাড়াতাড়ি হবে। আর এও জানিয়ে দেওয়া হল যে, মৃত্যুর পর এমন কবরে যেতে হবে, যা গুনাহ্গারদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়ানক হবে। তাদের জন্য কীট-পতঙ্গ-সাপ-বিচ্ছুও থাকবে। তাতে তাদের হাজার হাজার বৎসর থাকতে হবে। হায়! কবর প্রত্যেককে চাপ দিবে। নেক্কারদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে, মা যেমন ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে যাওয়া বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত মায়া ও ভালবাসা দিয়ে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আর যে সব ব্যক্তির উপর **আল্লাহ তাআলা** নারাজ হন, তাদেরকে তা এমনভাবে পিষ্ট করবে। পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে একটি অপরটির সাথে এমনভাবে ঢুকে যাবে, উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো যেমন একটি অপরটির সাথে মিলে যায়। এতে শেষ নয়, বরং এ কথায়ও সতর্ক করে দেওয়া হল যে, কিয়ামতের একটি দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। সূর্য এক মাইল উপরে থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে। হিসাব-নিকাশের ধারাবাহিকতা চলবে। নেককারদের জন্য জান্নাতের আরাম আয়েশ থাকবে, আর গুনাহ্গারদের জন্য জাহান্নামের আপদসমূহ থাকবে।

চরম বোকামী

এত কিছু জানার পরও কোন ব্যক্তি যদি **আল্লাহ তাআলা**কে যথাযথ ভয় না করে, মৃত্যুর বিভীষিকা, কবরের ভয়াবহতা, কিয়ামতের হৃদয়বিদারক অবস্থা এবং জাহান্নামের শাস্তিসমূহকে প্রকৃতভাবে ভয় না করে, বরং উদাসীনতায় গা ভাসিয়ে অলস নিদ্রায় বিভোর থাকে, নামায না পড়ে, রমজান মাসের রোজা না রাখে, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে, ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করে, ওয়াদা ভঙ্গ করা অভ্যাসে পরিণত হয়, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, মানুষের প্রতি কুধারণা ইত্যাদি পরিহার না করে, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির প্রতি আসক্ত থাকে, গান-বাজনা শোনা বিনোদনের মাধ্যম হয়, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, গালমন্দ করে, বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতায় নিমজ্জিত থাকে, মোট কথা নিজেকে মোটেই সংশোধন না করে অথচ নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করতে থাকে এমন ব্যক্তির চেয়ে বড় বোকা ও মুর্খ আর কে হতে পারে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আর চরম বোকামী বা মুর্খতা হচ্ছে, যখন সংশোধনের জন্য বলা হয়ে থাকে, তখন সে বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে উঠে, ভাই কোন সমস্যা নেই, **আল্লাহ্ তাআলা** তো বড় দাতা দয়ালু, তিনি মেহেরবানী করবেন। তিনি দয়া করবেন।

ক্ষমাপ্রপ্তির আকাংখা কখন বোকামী?

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইহ্ইয়াউল উলুমে বলেছেন: ঈমানের বীজে ইবাদতের পানি দেবে না, অন্তরকে খারাপ চরিত্র দ্বারা ভরপুর করে রাখবে, পার্থিব আরাম-আয়েশে বিভোর থাকবে, আর অন্যদিকে ক্ষমা পেয়ে যাওয়ার অপেক্ষাও করবে, কোন ব্যক্তির এরূপ অপেক্ষা করা মানে একজন বোকা, মুর্খ ও ধোকায় নিমজ্জিত লোকেরই অপেক্ষা। (ইহ্ইয়াউল উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, দারু ছাদের বৈরুত)

নবিয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসম, রাসুলে দো'আলম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ব্যর্থ (অর্থাৎ বোকা) সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে খাহেশাত তথা কু-প্রবৃত্তির পিছনে পরিচালিত করে। আর (তা সত্ত্বেও) **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে আশাও রাখে।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬৭, দারুল ফিকর বৈরুত)

যব বুনে গম কাটার আকাংখা বোকামী

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসের টীকায় বলেছেন: এই হাদীস শরীফে 'ব্যর্থ' দ্বারা বোকাই উদ্দেশ্য। বুদ্ধিমানের বিপরীত। নফসে আম্মারা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি। অর্থাৎ সে ব্যক্তি বোকা, যে কাজ করে জাহান্নামের আর আশা করে জান্নাতের।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বলে বেড়ায় **আল্লাহ্ তাআলা** তো ক্ষমাশীল, দয়াময়। যব বুনে আর আকাংখা করে গম কাটার। বলে বেড়ায় **আল্লাহ্ তাআলা** তো ক্ষমাশীল, দয়াময়, কাটার সময় তা তিনি গম বানিয়ে দিবেন। এর নাম আকাংখা নয়। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ (পারা ৩০, সূরা ইনফিতার, আয়াত ৬)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): "তোমাকে কোন জিনিসটি প্রবঞ্চণা দিল আপন দয়াময় প্রতিপালক হতে।"

আরো ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ
اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾
(পারা ২, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৮)

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): "সে সব লোক যারা ঈমান এনেছে আর সে সব যারা **আল্লাহ্**র জন্য ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে আর **আল্লাহ**র রাস্তায় যুদ্ধ করে। তারা **আল্লাহ**র রহমতের আশাবাদী। আর **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল দয়াবান।"

যব বুনে গম কাটার আশা করা হচ্ছে, শয়তানি ধোকাও নফসের কুমন্ত্রণা। খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: কিছু কিছু লোককে মিথ্যা আশাবাদ সোজা রাস্তা নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা বলা যেমন গুনাহ্, অনুরূপ মিথ্যা আশা করাও গুনাহ্। (মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা। আশআ, ৪র্থ খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা। মিরকাত, ৯ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতী ফসলের অপেক্ষা!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের কিতাব **“ইহ্ইয়াউল উলুমে”** লিখেছেন: হযরত সায়্যিদুনা ইহ্ইয়া বিন মুয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমার নিকট বড় ধোঁকা হচ্ছে, ক্ষমা পাওয়ার আশায় লজ্জিত না হয়ে বরং কোন লোক গুনাহের দিকে আরো বেশী অগ্রসর হতে থাকা। আনুগত্য পরিহার করে **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য অর্জনে ভরসা করা। জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসলের অপেক্ষা করা। গুনাহ্ করতে থাকবে, অথচ আকাংখা করবে নেককারদের ঘরের (জান্নাতের)। ভাল আমল না করে বরং ভাল প্রতিদানের আশা করবে। জুলুম-অত্যাচার করবে, আর এদিকে **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে নাজাতের আশাও রাখবে।

تَرۡجُوۡ النَّجَاۃَ وَلَمۡ تَسۡلُکۡ مَسَالِکَهَا اِنَّ السَّفِیۡنَۃَ لَا تَجۡرِیۡ عَلَی الۡیَبَسِ۔

‘তোমরা নাজাতের আশা রাখ, কিন্তু তাঁর প্রদত্ত রাস্তায় চল না। জেনে রাখ, নৌকা কখনও শুষ্ক মরুভূমিতে চলতে পারে না।’

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মুসিবত হতে শিক্ষা নেওয়া যায়

মনে রাখবেন! আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী। তাঁর অমুখাপেক্ষিতাকে বুঝার জন্য এভাবে চেষ্টা করুন, পৃথিবীতে কি আপনার কোন দুঃখ-দুর্দশা আসে না? জ্বর আসে না? পেরেশানি আসে না? রিক্তহস্ত, ঋণগ্রস্ততা, বেকারত্বের দৃশ্য, আপনি কি জীবনে কখনো একবারও দেখেননি? দুরবস্থার শিকার কি হন নি? হাত, পা কিংবা চোখ ইত্যাদির ওজরসম্পন্ন লোক দেখেন নি? পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশার চিত্রগুলো আপনাকে কি জাহান্নামের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? নিশ্চয় চোখওয়ালা বা বিবেকবানদের জন্য পার্থিব দুর্দশাগুলোতে কবর, আখিরাত এবং জাহান্নামের শাস্তির স্মরণ রয়েছে। আর মনে রাখবেন! সেই অমুখাপেক্ষী পরওয়ারদেগার **আল্লাহ তাআলা!** যিনি পৃথিবীতে বান্দাদেরকে রোগসমূহ, দুঃখ-কষ্ট এবং মুসিবতের মধ্যে লিপ্ত করাতে পারেন, তিনি জাহান্নামের শাস্তিও দিতে পারেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা রিযিকদাতা, তা সত্ত্বেও .....

এই বিষয়টি একবার গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, **আল্লাহ তাআলা** রিযিকদাতা। আর তিনি কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াও রিযিক দানে সক্ষম। এটি তো আপনিও বিশ্বাস করেন, আর আমিও। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তিনি প্রত্যেকেরই রিযিকের দায়ভার নিজের বদান্যতার যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

যেমন দ্বাদশ পারার শুরুর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ): "আর পৃথিবীতে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নেই, যার রিযিক **আল্লাহ্ তাআলার** বদান্যতার যিম্মায় নেই।"

অতঃপর চিন্তার বিষয় এই, **আল্লাহ্ তাআলা** যখন রিযিকের যিম্মা নিয়ে নিয়েছেন, আপনি কেন সেই রিযিকের জন্য এদিক-সেদিক দৌঁড়াদৌঁড়ি করছেন? এক শহর হতে অন্য শহরে কেন পাড়ি জমাচ্ছেন? কেন স্বদেশ ত্যাগ করে স্বদেশহারা হচ্ছেন? আর সফরে আপতিত হওয়া যে কোন দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন? এ কারণেই যে, আপনার মন মানসিকতা এভাবে গঠিত হয়ে গেছে, আমি চেষ্টা করতে থাকলেই তবে রিযিক মিলবে, 'হরকত মেঁ বরকত হ্যায়' অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াতে বরকত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের মাগফিরাতের যিম্মা নেন নি, কিন্তু......

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিজের বদান্যতার যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখবেন! যে কোন মুসলমানের ঈমানের হিফাজত কিংবা বিনা-হিসাব ক্ষমা করার দায়িত্ব নেন নি। কিন্তু কেবল রিযিকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঈমানের না। ঈমান হিফাজতের এবং বিনা-হিসাব মাগফিরাত লাভের জন্য কোন ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।”(কানযুল উম্মাল)

হয়ত এই কারণে, আজকাল অনেক লোকজনের হৃদয়-মন কঠোর হয়ে গেছে। তাই তারা দুনিয়া অর্জনের জন্য দুঃখ-কষ্ট মেনে নিতে রাজি। দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রতিদিন আট, দশ এবং বার ঘন্টা পর্যন্ত তেলের ঘানি টানার মহিষের মত ঘুরাঘুরি করতে প্রস্তুত। হায়, শত কোটি আফসোস! ঈমানের হিফাজত এবং বিনা-হিসাব মাগফিরাত লাভের জন্য প্রতিমাসে কেবল তিন দিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্যও যদি বলা হয়, তখনও এই বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় যে, আমাদের সময় নেই। **আল্লাহ্** মাফ করুন, যেন তাদের অবস্থার ভাষায় এটাই বলতে চাচ্ছে।

নফস ও শয়তান নে বদমস্ত কিয়া ভাঈ হে
হাম না সুধরে হেঁ, না সুধরেঁঙ্গে, কসম খাঈ হে।

আল্লাহ্ তাআলা অমুখাপেক্ষী

নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** কোনরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে কেবল নিজ রহমত সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় করা জরুরী যে, তিনি কোন একটি মাত্র গুনাহের কারণে গ্রেফতার করে জাহান্নামেও প্রবেশ করাতে পারেন। **“মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে” আল্লাহ্ তাআলার** ইরশাদ নকল করা হয়েছে: “এসব লোকেরা জান্নাতে যাক, আমি কারো পরোয়া করি না। আর এরা জাহান্নামে যাক, তাতেও আমি কারো পরোয়া করি না।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ১৭৬৭৬, দারুল ফিকর বৈরুত) তাই আমাদের উচিত নিজেদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করা। আর জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য মন-মানসিকতা এভাবে বানাতে হবে যে, **‘আমি সংশোধন হতে চাই’**।

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আর এ জন্য নিজের মধ্যে **আল্লাহ্**-ভীতি ও **নবীপ্রেম** সৃষ্টি করার ভরপুর চেষ্টা করতে হবে। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে আমরা গুনাহ্ হতে বাঁচব, নামায ও সুন্নাতের অনুসরণ করব। মাদানী কাফেলায় সফর করব। প্রত্যহ রাতে **'ফিক্‌রে মদীনা'** করতে করতে **'মাদানী ইন্‌আমাতের'** রিসালা পূরণ করব। আর প্রতি মাসে এলাকার যিম্মাদারদের কাছে জমা দিব। তা হলে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমরা জাহান্নাম হতে বেঁচে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব। এই তো প্রকৃত সাফল্য। যেমন; পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫ তে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**): "যে সব লোকদেরকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা হল, তারা সাফল্য লাভ করল।"

সংশোধনের জন্য তাওবা করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্য কখনও তাঁর রহমত হতে নিরাশও না হওয়া চাই। তাঁর অমুখাপেক্ষিতাকে ভুলেও না যাওয়া চাই। আর নিজেকে সংশোধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা চাই। আমি আশা করি যে, আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের আকাংখা হল: **'আমি সংশোধন হতে চাই'**। অতএব, যে ব্যক্তি বাস্তবিকই সংশোধন হতে চায় সে যেন নিজের পূর্বের গুনাহ্গুলো হতে সত্যিকার তাওবা করে নেয়। নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** তাওবা কবুলকারী।

উৎসাহ প্রদানের জন্য তাওবার ফযীলত সম্পর্কে তিনটি হাদীস শরীফ আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে:

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: (১) “বান্দা যখন নিজের গুনাহ্ স্বীকার করে এবং তওবা করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার তাওবা কবুল করেন।” (সহীহুল বোখারী, ২য় খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) (২) হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: “হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই গুনাহ্গার, সে ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি নিরাপত্তা দান করি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ কথা জেনে নেবে যে, আমি ক্ষমা করতে সক্ষম, আর সে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, তা হলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। আর আমি কারো পরোয়া করি না। (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) (৩) **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এরূপ দোআ করবে:

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ عَمِلْتُ سُوْءًا اَوْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র সত্তার অধিকারী। আমি মন্দ কাজ করেছি। আর আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত ক্ষমাশীল আর কেউ নেই। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: “আমি এই ব্যক্তির গুনাহ্গুলো মাফ করে দিচ্ছি। তা যদি হয় পিপিলিকার সংখ্যারও সমপরিমাণ।”

(কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ৫০৪৯, দারু কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সকলের তাওবা কবুল করুন। আপনাদের সকলের ঈমান হিফাজত করুন। আপনাদেরকে বার বার হজ্ব নসিব করুন। বার বার গুম্বদে খাদ্বরা জেয়ারত নছীব করুন। মুখলিস আশিকে রাসুল বানান। আর এসব দোআ আমি পাপী, বদকার, গুনাহ্গারদের সর্দারের পক্ষেও কবুল করুন। সাহস করুন, আর আজই সংকল্প করুন, **‘আমি সংশোধন হতে চাই’**। তাই আমার আর কোন নামাযই কাযা হবে না ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। রমজান মাসের কোন রোজা কাযা হবে না ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। সিনেমা, নাটক কখনও দেখব না ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। গান-বাজনা শুনব না ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। দাঁড়ি কামাব না ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। দাঁড়িকে এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করব না ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় প্রতি মাসে তিন দিন সফর করব ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ। দৈনিক **“ফিক্বরে মদীনা”**র মাধ্যমে প্রতি মাসে **মাদানী ইন্আমাতের** রিসালা পূরণ করব এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিজের যিম্মাদারকে তা জমা দিয়ে দেব ..اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ।

ইলাহী রহম ফরমা মাঁই সুধরনা চাহ্তা হোঁ আব
নবী কা তুঝ কো সদ্কা মাঁই সুধরনা চাহ্তা হো আব।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত ও কিছু সুন্নাত বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালত, শাহেনশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজ্‌মে হেদায়াত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে ব্যক্তি আমাকেই ভালবাসল। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ্‌, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর: ১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মেঁ পড়ূসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ এর বর্ণনায় রয়েছে: সুরমার মধ্যে উন্নত সুরমা হল 'ইস্‌মদ'। এটি দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে। আর পলক সৃষ্টি করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদিস নম্বর: ৩৪৯৭) (২) পাথুরে সুরমা ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই। কালো সুরমা বা কাজল সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে পুরুষদের ব্যবহার করা মাকরূহ। আর যদি সৌন্দর্য উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) (৩) ঘুমানোর সময় সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজীহ্‌, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) (৪) সুরমা ব্যবহারের তিনটি বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ পেশ করা হল: যথা- (১) কখনও উভয় চোখে তিন শলা করে। (২) কখনও ডান চোখে তিন বার আর বাম চোখে দুই বার।

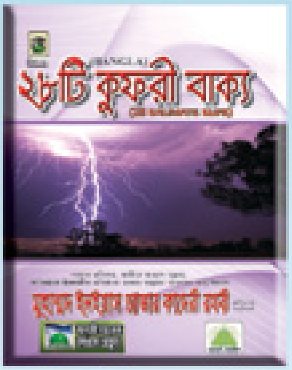
রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৩) কখনও উভয় চোখে দুই শলা করে এবং পরে শেষে এক শলাতে সুরমা লাগিয়ে সেটিকে একে একে উভয় চোখে লাগাবেন। (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত) এভাবে করতে থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটির উপরই আমল হতে থাকবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্মাণিত যে সকল কাজ রয়েছে সবগুলোকে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক হতে আরম্ভ করতেন। সুতরাং প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগাবেন। পরে বাম চোখে। সুরমা লাগানোর সুন্নাত পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এবং অন্যান্য অগণিত সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাতেঁ অওর আদাব’** হাদিয়া প্রদানপূর্বক সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাতসমূহ প্রশিক্ষণের এক উন্নত মাধ্যম **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাগুলোতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতপূর্ণ সফর করা।

সীখ্‌নে সুন্নাতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
লুট্‌নে রহমতেঁ কাফেলে মেঁ চলো
হোঙ্গী হল মুশকিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো
পাওগে বরকতেঁ কাফেলে মেঁ চলো।









اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislamo.net

Web: www.dawateislami.net